ফেডারেশন বার্তা

নিখিল ভারত বাঙালি বৌদ্ধ সংগঠনের ত্রৈমাসিক মুখপত্র

(A Bulletin of All India Federation of Bengali Buddhists)

বর্ষ ৯, সংখ্যা ৩৭ | অপ্পমাদ অমতং পদং, পমাদো মচ্চুনো পদং | ফেব্রুয়ারী-২০১৯/২৫৬২—বুদ্ধাব্দ

আমাদের কথা

সারমেয় বৃত্তান্ত ও আমরা ঃ সম্প্রতি কলকাতায় সারমেয় হত্যাকান্ড ঘটনা বিশেষ হৈচৈ ফেল দিয়েছে। এন.আর.এস. হাসপাতালের নার্সিং হোস্টেলের চৌহদ্দির ভিতরে ষোলটি সারমেয় শাবক এবং একটি পূর্ণ বয়স্ক সারমেয়কে পিটিয়ে হত্যা করা হয়। এই ঘটনার একটি ভিডিও ক্লিপিং সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ার পর তোলপাড় শুরু হয়। সারমেয় প্রেমীরা রাস্তায় নেমে আন্দোলন শুরু করে দেয়। তারা অপরাধীদের শাস্তি দাবী করেন। অন্যদিকে এন. আর. এস. হাসপাতালের নার্সিং ছাত্রীরা অপরাধীদের শাস্তি প্রদানের বিরুদ্ধে সরব হয়।

উপরে বর্ণিত ঘটনাটি আমাদের সমাজের বর্তমান চালচিত্রের একটি উৎকৃষ্ট জলছবি। একটু নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে বিষয়টিকে দেখা যাক। সমাজের যেসব মানুষ এই সারমেয় হত্যার বিরুদ্ধে সরব হয়েছেন তাদের মধ্যে কেউ কেউ ব্যাপারটা পছন্দ করেননি, কেউ কেউ ব্যাপারটায় আহত হয়েছেন, আর কিছু মানুষ তীব্রভাবে প্রতিবাদ করেছেন ও দোষীদের শাস্তি চেয়েছেন।

অন্যদিকে আমরা এমন মানুষও দেখি যারা সারমেয় পছন্দ করেন না। পথচলতে কখনো কোন সারমেয় সামনে এসে গেলে সেই ব্যক্তি দৌড়ে পালান, চিৎকার করেন। যে গৃহে সারমেয় রয়েছে সেই গৃহে পারতপক্ষে প্রবেশ করেন না।

তাহলে দেখা যাচ্ছে মানুষ স্বভাবগত ভাবে দ্বিবিধ। কেউ সারমেয় প্রেমী, কেউ তা নয়। এই দুই প্রবৃত্তির মানুষ আমাদের সমাজে পাশাপাশি বাস করে। এখন ঘটে যাওয়া কোন ঘটনায় এরা কি নিজ নিজ প্রবৃত্তি অনুযায়ী একে অন্যের উপর দোষারোপ করতে পারে? কখনোই নয়। তাহলে যেটা প্রয়োজন সেটা হোল ঐ ঘটনা ঘটতে না দিয়ে নিজের নিজের গন্ডির মধ্যে শান্তিপূর্ণ ভাবে বাস করা। এমন কিছু করা উচিত নয় যা অন্যের বিরক্তি উৎপাদন করে। প্রিয় জীবটিকে আদর করা, তার সঙ্গে খেলা করা, তাকে ভোজ্য বস্তু প্রদান করা এর কোনটাতেই আপত্তি নেই যদিনা তা অন্যের অসুবিধার কারণ হয়।

হাসপাতাল গুলিতে সারমেয় ইত্যাদির দৌরাত্ম্য যে কি প্রবল তার কাহিনী আমরা সাময়িক পত্রে পাঠ করেছি। এতে রোগীরা বিপন্ন হয়, রোগীর বাড়ির মানুষজন বিপন্ন হয়। এর প্রতিকার কে করবে? হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ না প্রশাসন। তা যদি না হয় বিরক্ত মানুষ এরকম কোন অপরাধ করে ফেলতেই পারে। সকলের সহনশীলতা তো আর সমান নয়। তাহলে আন্দোলনের অভিমুখ কোনদিকে হওয়া উচিত?

একটা বিষয় এই ঘটনায় পরিস্কার যে বা যারা ঐ সারমেয় শাবকদের হত্যার কারণ তাদের মনে সারমেয়কুলের প্রতি মৈত্রী বা করুণার কোন

দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় দেখুন

শোকাঞ্জলি

বিদর্শন শিক্ষা কেন্দ্রের অন্যতম ভূমিদাতা শ্রীমতী প্রীতিময়ী বড়ুয়া বিগত ২৪শে জানুয়ারী ২০১৯ (বৃহস্পতিবার) রাত্রি ১১টায় পটারি রোডস্থ নিজ বাসগৃহে স্বজ্ঞানে ৯১ বৎসর বয়সে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

আমরা তাঁর প্রতি বিনম্র শ্রদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন করি।

সদস্যবৃন্দ

নিখিল ভারত বাঙালি বৌদ্ধ সংগঠন

সংঘরাজ প্রজ্ঞাজ্যোতি মহাস্থবিরের শতবর্ষপূর্তি অনুষ্ঠান

বিদর্শন শিক্ষাকেন্দ্রের প্রতিষ্ঠাতা তথা ভারতীয় সংঘরাজ ভিক্ষুমহাসভার দ্বিতীয় সংঘরাজ বিদর্শনাচার্য প্রজ্ঞাজ্যোতি মহাস্থবিরের শতবর্ষ উদ্‌যাপনের কার্যক্রম বিগত ১০ই এপ্রিল ২০১৮ শুরু হয়ে আগামী ১৩ই এপ্রিল ২০১৯ সমাপ্ত হবে। এই উপলক্ষ্যে বিগত ৫-১৬ই ডিসেম্বর ২০১৮ পটারি রোডস্থ ধর্মধার শতবার্ষিকি ভবনে একটি ১০ দিনের বিদর্শন ধ্যান শিবির সংগঠিত হয়। শিবিরে ৬ জন ভিক্ষু সহ মোট ১৯ জন শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করেন। ধর্মগঙ্গা বিদর্শন ভাবনা কেন্দ্র, সোদপুরের সহযোগিতায় সমস্ত শিবিরটি পরিচালনা করেন শ্রীমৎ বুদ্ধক্ষিত মহাস্থবির। ১৬ই ডিসেম্বর শিবির সমাপ্তির দিনে সংঘরাজের স্মরণে একটি বিনাব্যয়ে স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবির আয়োজিত হয় বিদর্শন শিক্ষা কেন্দ্রের উদ্যোগে। স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবিরটি পরিচালনা করেন ডা: অভী রাহা এবং সার্বিক সহযোগিতায় ছিল 'পরীক্ষন' সংস্থা।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য সংঘরাজের শতবর্ষপূর্তির সমাপ্তি অনুষ্ঠান আগামী ৯-১৩ই এপ্রিল নানাবিধ কার্যক্রমের মাধ্যমে উদ্‌যাপিত হবে। এই উপলক্ষ্যে একটি 'শতবার্ষিকী স্মারকগ্রন্থ' প্রকাশনার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

নিখিলভারত বাঙালি বৌদ্ধ সংগঠনের বার্ষিক সম্মেলন

আগামী ৩রা ফেব্রুয়ারি ২০১৯ (রবিবার) ফেডারেশনের উদ্যোগে বৌদ্ধ অনুরাগীদের জন্য একটি সম্মেলন আয়োজিত হয়েছে। সকাল ৯.৩০টা থেকে সন্ধ্যা ৫.৩০টা পর্যন্ত মধ্য কোলকাতাস্থ 'ধর্মাধার শতবার্ষিকী ভবনের' সভাকক্ষে নিম্নবর্ণিত তিনটি অধিবেশনের মাধ্যমে সম্মেলন সংগঠিত হবে—

- আনাপান ভাবনা। (সকাল ৯.৩০—১০.৩০টা)
- ভারতীয় সংববিধানের প্রেক্ষাপটে সংখ্যালঘু এবং অনুন্নত সম্প্রদায়ের সমস্যা ও সম্ভাবনা। (সকাল ১০.৩০—১.৩০টা)
- সাহিত্য-সংস্কৃতি-ক্ষেত্রে বৌদ্ধযুগের বৌদ্ধনারী। (দুপুর ২.৩০—৫.৩০টা)

আমাদের কথা ১ম পাতার পর

আবেগই ছিলনা। এটা কোন সুস্থ মানসিকতার প্রকাশ নয়। এক অসুস্থ মানসিকতা থেকে তারা এই কান্ডটি ঘটিয়ে ফেলেছে। এই মানসিকতা থেকে কি করে বেরিয়ে আসা যায়, সে কথা আজ থেকে আড়াই হাজার বছর আগে এক মহামানব বলে গিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন সকলের প্রতি মৈত্রী ভাব পোষন করার কথা। সকল বলতে শুধু মানবের কথা নয়। তিনি সকল প্রাণী, এমনকি কীট পতঙ্গের কথাও বলেছেন। তিনি বলেছেন জন্ম জন্মান্তরের চক্রে কত বছর আমরা ঘুরপাক খাচ্ছি তা আমরা জ্ঞাত নই। কোন জন্মে আমরা কি ছিলাম তাও আমরা জানিনা। অনুসন্ধান করলে হয়ত দেখবো আমরা পরস্পর নিকট সম্পর্কযুক্ত কেউ ছিলাম। কাজেই শত্রুতা বা বিদ্বেষ কোনমতেই কাম্য নয়। সুতরাং আমাদের সেই সম্ভাব্য নিকটজনকে মৈত্রী প্রদান করতে হবে। যুক্তি গ্রাহ্যতা দিয়ে বিষয়টা একটু বিচার করে দেখুনতো কি মনে হয়।

সত্যিই যদি বিষয়টা কেউ উপলব্ধি করে থাকে তাহলে সারমেয় প্রেমী কতিপয় মানুষের এহেন আন্দোলন কি আদৌ সঠিক বলে মনে হয়, না এই ঘটনার পুনরাবৃত্তি যাতে নাহয় সেই বিষয় সোচ্চার হওয়া প্রয়োজন। আসলে এখন যা প্রয়োজেন তা হোল প্রজ্ঞার। প্রজ্ঞা দিয়ে যেকোনো ঘটনাকে বিচার করতে হবে। এই প্রজ্ঞা অর্জন হবে কি ভাবে? বি.এ., এম.এ. পাশ করলেই প্রজ্ঞা অর্জন হয়না। একটা সম্ভাবনা তৈরি হয় মাত্র। এম.এ., বি.এ., পাশ না করেও মানুষ প্রাজ্ঞ হয়। সেই প্রাচীন মহামানব কোন সেই প্রাচীন যুগে এই কথা বলে গেছে। আমরা তা মানি অথবা নাই মানি, তাকে ভুলে যেতে চাই অথবা ভুলিয়ে দিতে চাই, সত্য কিন্তু সত্য। তা প্রকটিত হবেই। তার সেই বাণী ধ্বনিত করেই পরবর্তী প্রজন্মের আরেক মহাপুরুষ বলে গেছেন 'জীবে প্রেম করে যেইজন সেইজন সেবিছে ঈশ্বর'। প্রাচীন সেই মহামানব কিন্তু ঈশ্বরের কথা বলেননি। তিনি ঈশ্বরকে ধর্তব্যের মধ্যেই ধরেন নি। তিনি বলেছেন ঈশ্বর আছে কি নেই তা বিচার করার কোন অর্থ নেই। কারণ তার দ্বারা কোন কর্ম হয়না। মানুষ নিজের কর্ম নিজে উৎপাদন করে এবং সেই মত নিজেই ফল ভোগ করে। কর্ম না করে ঈশ্বরের পূজা করলে কোন দিন কিছু লাভ করা যায়না। অন্ধ বিশ্বাসী মানুষ ভুল আবেগে মানুষকে চালিত করে ভুল পথে, ভুল দিকে। যার জলজ্যান্ত উদাহরণ কেরালা সাবরীমালা ঘটনা।

এইসব দিশাহীন অন্ধ মানুষকে চেতনা কি অন্য কেউ দিতে পারে? ব্যক্তি বিশেষকেই প্রজ্ঞার আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে উঠে ঘটনার বিশ্লেষণ করতে হবে। সেই প্রাচীন সর্বকালীন সর্বশ্রেষ্ঠ মহামানব সেই কবে মানুষকে পথ বাতলে দিয়েছেন যার বাংলা রূপ কবিগুরুর ভাষায় ঃ

"আপনারে দীপ করি জ্বালো
আপন যাত্রা পথে
আপনাকে দিতে হবে আলো'।

আমরা অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে জানাচ্ছি যে All India Federation of Bengali Buddhist একটি নিজস্ব Website ২০১৬ থেকে উপস্থাপিত করতে সক্ষম হয়েছে। আমাদের Website-এর বিবরণ হল **www.aifbb.org**। এখন থেকে Website-এর মাধ্যমে সংগঠনের ত্রৈমাসিক মুখপত্র 'ফেডারেশন বার্তা' এবং পাত্র-পাত্রী সম্পর্কিত সংবাদ, আগ্রহী ব্যক্তিরা সহজেই প্রাপ্ত হবেন। আমাদের প্রত্যাশা অপানাদের সকলের সহযোগিতায় উক্ত Website-এর মাধ্যমে আমরা দেশ-বিদেশের বৃহত্তর জনসমাজের সঙ্গে মৈত্রীপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপনে সক্ষম হব।

নিবেদন— **সদস্য/সদস্যাবৃন্দ**
নিখিল ভারত বাঙালী বৌদ্ধ সংগঠন

হিন্দুত্ববাদী রাজনীতির মোকাবিলায় দলিতরা যে পথে

চন্দ্রশেখর আজাদ আগে থেকেই ঠিক করে রেখেছিলেন, অযোধ্যায় রবিবারে 'তামাশা'টা হয়ে গেলে সোমবার সেখানকার জেলা ম্যাজিস্ট্রেট অনিল কুমারের কাছে যাবেন। হাতে নেবেন ভারতীয় সংবিধানের একটা কপি। মনে করিয়ে দেবেন, দেশটা এখনও 'রামরাজ্য' হয়ে যায়নি, এখনও এটা সংবিধানশাসিত গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র, সর্বোচ্চ আদালতের নির্দেশ অগ্রাহ্য করে লাখ লাখ লোককে এ ভাবে খেপানো যায় না। কথাটা আগেও তুলেছিলেন তিনি। জেলাশাসক নাকি তখন বলেছিলেন, কী করব, লোক যদি আসতে চায়, তাদের আটকাব কী করে। চন্দ্রশেখর আজাদের উত্তর: আটকাবেন কী করে সে তাঁদেরই ভাবতে হবে; প্রশাসন চালাবেন, অথচ দায়িত্ব নেবেন না, এ তো হয় না। পরে আর একটা লাইন যোগ করলেন তিনি: আটকাতে না পারলে পদত্যাগ করুন নেতারা—মুখ্যমন্ত্রী যোগী এবং প্রধানমন্ত্রী মোদী—"আমরা গ্রহণ করব তাঁদের পদত্যাগপত্র।" ৬ ডিসেম্বর নাগাদ আবার রামভক্তরা পথে নামবেন, রথ যাত্রা শুরু হচ্ছে সে সময়ে। আজাদ মনে করিয়ে দিলেন, ৬ ডিসেম্বর দলিতদের কাছে একটা পবিত্র দিন, মহাপরিনির্বাণ দিবস—বাবাসাহেব অম্বেডকরের মৃত্যুদিন। "যাতে বাবাসাহেবকে সবাই ভুলে যায় তার জন্যই ১৯৯২ সালে দিনটাকে বেছে নেওয়া হয়েছিল বাবরি মসজিদ ধ্বংসের জন্য", আজাদের অভিযোগ। "এ বারও তাই।"

কে এই আজাদ? উত্তরপ্রদেশের দলিত সংগঠন ভীম আর্মি ফাউন্ডেশন-এর নেতা। মায়াবতী বার বার তাঁকে নানা ছুতোনাতায় অপমান করা সত্ত্বেও সামনের জাতীয় নির্বাচনে আজাদ তাঁকেই নেত্রী মেনেছেন, আর কংগ্রেসকে অনুরোধ করেছেন মায়াবতীকে প্রধানমন্ত্রী পদপ্রার্থী হিসেবে ঘোষণা করার জন্য। প্রবল উদ্দীপনাময় তরুণ নেতা কী বলেন, মায়াবতীর সঙ্গে তাঁর দূরত্ব বিষয়ে? বলেন যে, তাঁর দল রাজনৈতিক কাজকর্মের সঙ্গে যুক্ত নয়, আর মায়াবতী দলিতদের রাজনীতির প্রধান মুখ। ফলত আজাদরে দিক থেকে তাঁকে সমর্থন না করার প্রশ্নই ওঠে না। প্রসঙ্গত, কিছু দিন আগেই জেল থেকে ছাড়া পেয়েছেন আজাদ। বছরখানেক আগে সাহারানপুরের কাছে যে রাজপুত বনাম দলিত সংঘর্ষ হয়েছিল, তাতে নেতৃত্বদানের দায়ে তাঁকে গ্রেফতার করা হয়েছিল। অর্থাৎ দলিদ-উচ্চবর্ণ লড়াই থেকেই তাঁর উত্থান। কথাটা গুরুতর, বিশেষ করে বিজেপির পক্ষে।

বিনীত মৌর্যের নামটা এ বারের অযোধ্যাকাণ্ডের পরই মনে করিয়ে দিয়েছেন আজাদ। বিনীতের করা একটা মামলা মার্চ মাস থেকে সুপ্রিম কোর্টে ঝুলে আছে। অযোধ্যার বির্তকিত জমিটির উপর বৌদ্ধ দাবি যে বিরাট, খননকার্যের ফলে তেমন তথ্যপ্রমাণ মিলেছে অনেক। সুতরাং আজাদের বক্তব্য: মন্দির-মসজিদ ঝামেলার বাইরে গিয়ে অযোধ্যার প্রাচীন বৌদ্ধ নাম 'সাকেত'-কে ফিরিয়ে আনা হোক, একে বৌদ্ধ তীর্থস্থান হিসেবে ঘোষণা করা হোক। দলিত নেতার এই বৌদ্ধ সংযোগ উত্তপ্রদেশেও কোনও বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। এই তো কিছুকাল আগেই খবর এল, অক্টোবরে উত্তরপ্রদেশের কানপুরের কাছে পুখরায়ন গ্রামে সার বেঁধে ১০০০০ দলিত বৌদ্ধ ধর্মে ধর্মান্তরিত হয়েছেন। তার আগে ২০১৭ সালের জুন মাসে মুজফ্ফরপুরের নায়ামু গ্রামের ২০০০ দলিত অধিবাসীর প্রত্যেকে বৌদ্ধ হয়ে গিয়েছেন। কেন? একটিমাত্র শব্দেই এর উত্তর সম্ভব: ঠাকুর। ঠাকুর গোষ্ঠীর অত্যচার থেকে বাঁচতেই এই 'মাসস্কেল' ধর্মান্তর। 'বৌদ্ধ' হলে এঁরা একটি করে সার্টিফিকেট পান, সেটাকে যত্ন করে রাখতে হয়। ২০১৭-রই মে মাসে সাবিরপুর গ্রামে ঠাকুর-দলিত দাঙ্গা বেঁধেছিল, তাতে হতাহত হয়েছিলেন বেশ কিছু। প্রতিবাদে চন্দ্রশেখর আজাদ (যাঁর চলতি নাম 'রাবণ') সভা ডেকেছিলেন সাহারানপুরে, গ্রেফতারও হয়েছিলেন, যে কথা একটু আগেই বললাম। এই 'রাবণ'-এর মুক্তি চেয়ে দলে দলে বিক্ষুব্ধ দলিত বৌদ্ধ ধর্মগ্রহণ

করেছিলেন সেই সময়ে।—কাহিনিটি অসম্পূর্ণ থেকে যায় যদি না স্মরণ করি, এই দলিতদের পূজ্য দেবতা রামের মহাশত্রু রাবণ। নেতা রাবণের সঙ্গে আরাধ্য রাবণের সংযোগটার মধ্যে অযোধ্যার দলিত সংস্কৃতির অনেকটাই ধরা পড়ে। বোঝা যায়, অযোধ্যা কেবল রামভক্তদের নয়, রাবণভক্তদেরও জায়গা! এখন দুই শিবিরে যে সংঘর্ষ চলছে, তাকে লঙ্কাকাণ্ড বললে ভুল হবে না।

আর একটি নাম এই সূত্রে: বালজিভাই রাঠৌর। কয়েক মাসে আগে ইনি গুজরাতের সুরেন্দ্রনগর জেলায় থঙ্কর শহরে পরিবারসুদ্ধ বৌদ্ধ ধর্মে দীক্ষিত হয়েছেন। ইনি এবং এঁর পরিজন অনেক নির্যাতন সয়েছেন যত দিন দলিত পরিচয় ছিল। উনা শহরকে নিশ্চয়ই মনে আছে—সেই তিন দলিত যুবকের গণপ্রহারে মৃত্যু? উনাকে কেন্দ্র করে তখন কেবল দাঙ্গার আগুনই জ্বলেনি, তার পর থেকে নিয়মিত দলিত ধর্মান্তরণ চলছে ওই অঞ্চলের অধিবাসীদের মধ্যে। ২০১৬ সালে উনা সংঘর্ষের দুই মাসের মধ্যে সেখান একটি বৌদ্ধ বিহার তৈরি করেন স্থানীয় দলিতরা। স্থানীয় বিজেপি প্রশাসনের উপর এঁরা বেজায় ক্ষিপ্ত—দলিতদের উপর অত্যাচারের কোনও তদন্তই সেখানে শেষ হয় না, কোনও অপরাধীই শাস্তি পায় না। কেবল গুজরাত নয়, রাজস্থান, মধ্যপ্রদেশেও দলিতদের কাছে উনা এখন এক প্রতীক হয়ে দাঁড়িয়েছে—অনেক দিনের ব্রাহ্মণ্য নির্যাতনের চরম বিন্দু যাকে বলে। এর মধ্যে রামমন্দির? গুজরাতে আমদাবাদের দানিলিমদা দলিতরা বলেই দিয়েছেন, রামমন্দিরের পুরোহিতদের মধ্যে দলিত কাউকে রাখলে তবে তাঁরা 'ভেবে দেখবেন।'

এ সব কিছু নতুন কথ নয়। দলিত ও বর্ণহিন্দু সংঘর্ষের সূত্রে তবে মনে করা যাক সেই মহানাম—দেশময় গোটা দলিত সমাজের কাছে যিনি দেবতার মতো। জীবনের শেষ বছরটিতে বাবাসাহেব অম্বেকডর নিজেই বৌদ্ধ ধর্মে দীক্ষিত হয়েছিলেন। সঙ্গে নিয়েছিলেন আরও লাখখানেক দলিতকে। দিনটা ছিল ১৯৫৬ সালের ১৪ অক্টোবর। আর স্থান? নাগপুর! সেই নাগপুর, রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের মহাপীঠ। কেন হঠাৎ নাগপুর? কেউ কেউ অনুমান করেছিলেন, আরএসএস কেন্দ্রে ধর্মান্তরণের আয়োজন করে অম্বেডকর একটা যুদ্ধ ঘোষণা করেছিলেন। নাঃ, অত সহজে বাবাসাহেবকে বোঝা যাবে না। তিনি ব্যক্তিত্বগুণে এই সব তুচ্ছ দেখানেপনার ওপরে ছিলেন। তাঁর ভাষায়, মানুষের জীবনে এত অতিরিক্ত সময় কি আছে যে নিজের ভাবনাচিন্তা খরচ করে অন্যকে একটা 'বার্তা' দেওয়া হবে! তাই নাগপুরকে বেছে নেওয়ার কারণটা অন্য। ধর্মান্তরণের পর দিন একটি বক্তৃতায় অম্বেডকর মনে করিয়েছিলেন, প্রাচীন কালে নাগ জাতির অধিবাস ছিল এই জায়গায়। নাগরা ছিলেন আর্য জাতির চরম শত্রু ('ফিয়ারফুল এনিমিজ'), আর্যদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে নেমে অবশেষে তাঁরা সকলে মিলে বৌদ্ধ ধর্ম গ্রহণ করেন। বৌদ্ধ ধর্মের ব্যাপক প্রসারের পিছনে নাগ জাতির অবদান বিরাট। (এ সব শুনে অবশ্য আরএসএস প্রচারকদেরই হতাশায় ভেঙে পড়া উচিত নিজেদের অবোধ স্থান নির্বাচন নিয়ে!)

এখনও 'আর্য'দের বিরুদ্ধে 'নাগ'রা যে একই রকম ফুঁসছে, চন্দ্রশেখর আজাদের কথায় তার প্রমাণ। এই দলিত মানুষটি নাকি জেলে থাকার সময় নামাজ পড়তেন নিয়ম করে। তা, এক সময় তাঁকে জেলার প্রশ্ন করেন, তিনি কি ইসলামে ধর্মান্তরিত হয়েছেন? চন্দ্রশেখর বললেন, সারা জীবন মন্দিরে ঘণ্টা বাজিয়েও মন্দিরে ঢুকতে পারেননি তিনি, অর্থাৎ হিন্দুই হতে পারেননি! হিন্দু না হলে আর ধর্মান্তরণ করে মুসলিমই বা হবেন কী করে?

আসলে, ভোট কাছে এলে কেবল রামমন্দিরের খোঁজ পড়ে না, দলিতদের খোঁজটাও কেবল তখনই পড়ে। বিজেপি নেতারা জানেন না, জানবেও না যে ঠিক এটাই বলে দিয়েছিলেন দলিত আইকন, সংবিধানপ্রণেতা বাবাসাহেব। সংবিধানসভার শেষ বক্তৃতায় পর পর তিনটি সতর্কবাণী উচ্চারণ করেন তিনি। তার একটি ছিল গণতন্ত্র বিষয়ক। ভারতে যে কোনও কালে গণতন্ত্র ছিল না, তা তো নয়, বৌদ্ধ ভিক্ষুসঙ্ঘগুলোতেই গণতান্ত্রিক পদ্ধতি ও আচরণ অনুযায়ী আলোচনা হত, বলেছিলেন তিনি। মোশন, রেজলিউশন, কোরাম, হুইপ—প্রতিটির প্রচলন ছিল সেখানে। তার পর কালক্রমে ভারত তা হারিয়েছে। আবারও কি গণতন্ত্র হারাবে ভারত? ভারতীয় মাটির একাট কোনও সমস্যা আছে, মনে হয়েছিল তাঁর। এখানে কী করে যেন গণতন্ত্র থেকেই জন্মায় ডিকটেটরশিপ, একচ্ছত্র কর্তৃত্ববাদ। সংবিধান প্রণয়ন করার পরই তাই অম্বেডকরে মনে হয়েছিল, এই ভবিতব্যই হয়তো দেশের কপালে নাচছে!

এই কথাটির সূত্রে আমরাও অনুমান করতে পারি—প্রাচীন কালের নাগজাতি, আধুনিক কালের অম্বেডকর এবং সাম্প্রতিক আধুনিকের চন্দ্রশেখররা—এঁদের যে বৌদ্ধ ধর্মের প্রতি এমন টান, সেটা হয়তো কেবল ব্রাহ্মণতন্ত্রের প্রতিবাদই নয়; হয়তো একটা সুস্থতর গণতন্ত্রের সন্ধানও বটে!

—সেমন্তী ঘোষ (আনন্দবাজার পত্রিকার সৌজন্যে)

বিদর্শন-শিক্ষাকেন্দ্রের
৩৪তম শুভ কঠিন চীবর দানোৎসব উদ্‌যাপিত

বিগত ১১ই নভেম্বর ২০১৮ (রবিবার) মধ্য কলকাতাস্থ বিদর্শন শিক্ষাকেন্দ্রের ৩৪তম দানোত্তম কঠিন চীবর দানোৎসব চিরাচরিত ধর্মীয় ভাবগম্ভীর পরিবেশে উদ্‌যাপিত হয়। উক্ত দিনের সকালবেলায় মাননীয় ভিক্ষুসংঘের উপস্থিতিতে বিহারের উন্মুক্ত স্থানে একটি বুদ্ধমূর্তির প্রাণপ্রতিষ্ঠা হয় এবং অতঃপর অষ্ট পরিষ্কার সহ সংঘদানে দ্বিশতাধিক ধর্মপ্রাণ উপাসক-উপাসিকা অংশগ্রহণ করেন। অপরাহ্নের ধর্মসভাসহ কঠিন চীবের দানানুষ্ঠানে পৌরহিত্য করেন ভারতীয় সংঘরাজ ভিক্ষুমহাসভার পরমপুজ্য সংঘরাজ অধ্যাপক (ড.) সত্যপাল ভিক্ষু এবং প্রধান অতিথির আসন অলংকৃত করেন এন্টালি বিধানসভা কেন্দ্রের মাননীয় বিধায়ক শ্রী স্বর্ণকমল সাহা। বিশেষ অতিথি রূপে উপস্থিত ছিলেন অধ্যাপক (ড.) প্রভাতচন্দ্র বড়ুয়া এবং ডা: ধীরেশ চৌধুরী। অনুষ্ঠানে বিদর্শন শিক্ষাকেন্দ্রের পাঁচজন উপাসিকাকে (শ্রীমতি লিলি বড়ুয়া, শ্রীমিত মিনতি বড়ুয়া, শ্রীমতি নিলু বড়ুয়া, শ্রীমতি আলোরানী বড়ুয়া এবং শ্রীমতি পলি চৌধুরী) 'সমাজ-স্বজাতি-স্বধর্মের' উন্নতিকল্পে বিশেষ অবদানের জন্য সম্মানিত করা হয়। এই উপলক্ষে শ্রীরণজিত কুমার বড়ুয়ার সম্পাদনা 'প্রজ্ঞাভাবনা' পুস্তক এবং 'ফেডারেশন বার্তার' ৩৬তম সংখ্যাটি প্রকাশিত হয়। উক্ত দিনের সমগ্র অনুষ্ঠানকে সার্বিকভাবে সফল তার জন্য 'বিদর্শন শিক্ষাকেন্দ্রের' অধ্যক্ষ শ্রীমৎবুদ্ধরক্ষিত মহাস্থবির সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

বিবাহ যোগাযোগ কেন্দ্র

বাঙালী বৌদ্ধ পাত্র-পাত্রীর জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য
ও ফটো দিয়ে নাম নথিভুক্ত করুন।

যোগাযোগের সময় ঃ প্রতি শনিবার সন্ধ্যা ৬-৮টা পর্যন্ত।

স্থান ঃ বিদর্শন শিক্ষা কেন্দ্র

৫০টি/১সি, পণ্ডিত ধর্মাধার সরণী (পটারী রোড), কোল-১৫

বিশেষ প্রয়োজনে ক্যাপ্টেন ক্ষিতীশ রঞ্জন বড়ুয়ার সঙ্গে যোগাযোগ করুন।

ফোন নং ৮৯০২৭০৬০৪৭

ব্লক-টি, ফ্ল্যাট-১, ৪০/১, ট্যাংরা হাউসিং স্টেট, কোলকাতা-১৫

প্রয়াত বিশিষ্ট চিকিৎসক-সমাজসেবক ডা. সুমন সেবক বড়ুয়া

বিগত ৯ই জানুয়ারী ২০১৯ (বুধবার) দুপুর ১২টায় বার্ধক্যজনিত রোগাক্রান্তে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন বঙ্গীয় বৌদ্ধ সমাজের বিশিষ্ট চিকিৎসক তথা নিষ্ঠাবান সমাজ সেবক। ১৯৩৩ সালের ২০শে আগস্ট তিনি চট্টগ্রামের উনাইনপুরা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিন ছিলেন পন্ডিত জন্মজেয় বড়ুয়া এবং গিরিবালা দেবীর কনিষ্ঠ সন্তান। তাঁর অগ্রজ ভ্রাতাগণ স্ব-স্ব ক্ষেত্রে সুপ্রতিষ্ঠিত এবং সুপরিচিত ছিলেন। বাল্যকালে গ্রামের বিদ্যালয়ে শিক্ষা সমাপ্তির পর তিনি হাবিলাশদ্বীপ বিদ্যালয়ে উচ্চশ্রেণীতে পাঠগ্রহনের জন্য ভর্তি হন। এই বিদ্যালয়ের কৃতি ছাত্র হিসাবে তিনি পঞ্চম থেকে দশম শ্রেণী পর্যন্ত প্রথমস্থান অধিকার করে কোলকাতার বঙ্গবাসী কলেজে উচ্চতর শিক্ষার জন্য Intermediats Science এ ভর্তি হন। কিন্তু আর্থিক অনটন এবং বই কেনার ক্ষমতা না থাকায় তিনি বঙ্গবাসী কলেজের পাঠ অসম্পূর্ণ রেখে স্বগ্রামে ফিরে যান এবং সেখানকার কলেজে পুনরায় Intermediate এ ভর্তি হন ও সসম্মানে পাঠ শেষ করেন। তাঁর পরবর্তী জীবন অনেক সঙ্কটপূর্ণ ছিল। বহু ঘাত-প্রতিঘাত এবং অর্থের অভাবে তিনি অনেক ভালো সুযোগ থেকে বঞ্চিত হন। কিন্তু তিনি ছিলেন অত্যন্ত দৃঢ়চেতা এবং অসম্ভব মানসিক শক্তি সম্পূর্ণ মানুষ। সেকারণেই সকল প্রতিরোধকে অতিক্রম করে তিনি চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজে ভর্তি হন। সেখানেও তাঁকে বহু বাধার সম্মুখীন হতে হয়। ডাক্তারি পড়াকালে তিনি ছাত্র আন্দলনে যুক্ত হয়ে তদানীন্তন পাকিস্তানের রাষ্ট্রনায়ক আয়ুবখানের সেনাদের নজরে পড়ে যান। এই কঠিন পরিস্থিতি থেকে নিষ্ক্রমনের জন্য তিনি এক বন্ধুর সঙ্গে আগরতলা দিয়ে ভারতে প্রবেশ করেন। ভারতে এসে তাঁর জীবন সংগ্রাম আরও কঠিন হয়ে পড়ে। Chittagong Medical College এর ৪র্থ বর্ষের পাঠক্রম শেষ করা স্বত্ত্বেও তাকে Calcutta Medical College-এ নতুন করে প্রথমবর্ষে ভর্তি হতে হয়। কঠিন আর্থিক অনটনকে অতিক্রম করে তিনি অভীষ্ঠ লক্ষ্যে পৌঁছে সম্মানের সঙ্গে M.B.B.S. পাশ করেন। অতঃপর তিনি B.S.F. এর সরকারী চাকুরীতে যুক্ত হন এবং পরবর্তীকালে West Bengal Health Service-এ যোগদান করেন। সরকারি চাকরী থেকে অবসরের পর তিনি জনকল্যাণমূলক কাজের সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়েন। বৌদ্ধ ধর্মাঙ্কুর সভার মাধ্যমে Niyano Mobile Medical Dispensary উদ্যোগে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন প্রান্তে তিনি মানসেবা করতে থাকেন। মহেশতলা, সোদপুর, রিষড়া, ইছাপুর, শ্যামনগর প্রভৃতি বৌদ্ধপল্লীতে ডাক্তার হিসাবে ছিল তাঁর বিশেষ সমাদর। দীনদুঃখীদের জন্য ছিল তাঁর দরদী মন। কেউ দুঃখের কথা বললে, তিনি নিজেও খুব দুঃখী হতেন। বীনা পয়সায় মানুষের চিকিৎসা করতেন, প্রয়োজনে পথ্যও কিনে দিতেন। সমাজের জন্য তাঁর চিন্তাশীল মন তাঁকে ব্যথিত করত। বুদ্ধপূর্ণিমাকে জাতীয় ছুটি হিসাবে ঘোষনার জন্য বহুবার তিনি সরকারের কাছে বৌদ্ধ প্রতিনিধিরূপে ডেপুটেশন দিয়েছিলেন। তাঁর পরিচয় কেবলমাত্র চিকিৎসক হিসাবেই সীমাবদ্ধ ছিল না। সাহিত্যের ক্ষেত্র ছিল তাঁর অন্যতম আগ্রহের স্থান। তাঁর কবিতার বই ''Group of Poems with Gratitude'' এবং "শিক্ষককূলের গৌরব" সুধী সমাজে সম্মানিত হয়েছিল। দীর্ঘদিন তিনি ছিলেন "সর্বভারতীয় বৌদ্ধ মিশনের" সহ সভাপতি।

ডা. সুমন সেবক বড়ুয়া প্রয়াণে, আমাদের এই ক্ষুদ্র বৌদ্ধ সমাজের এক অপূরনীয় ক্ষতি হল। তাঁর জীবনাদর্শ আমাদের পথ চলার প্রেরণা হোক এই প্রত্যাশ রাখি।

সংখ্যালঘু কমিশনে বৌদ্ধ প্রতিনিধির অন্তর্ভুক্তির দাবি

নাগরাকাটা, ২৯ জুলাই : পশ্চিমবঙ্গ সংখ্যালঘু কমিশনে উত্তরবঙ্গ থেকে একজন বৌদ্ধ প্রতিনিধির অন্তর্ভুক্তির দাবিতে ফের সরব হল নর্থবেঙ্গল বুদ্ধিস্ট সোসাইটি। উত্তরের আট জেলার বৌদ্ধদের ২০টি সংগঠনের ওই যৌথ মঞ্চের প্রতিনিধিরা বিষয়টি এখনও বাস্তবায়িত না হওয়ায় উষ্মাও প্রকাশ করেছেন। রবিবার নাগরাকাটার বুদ্ধজয়ন্তী বিহারে অনুষ্ঠিত বুদ্ধিস্ট সোসাইটির বার্ষিক সাধারণ সভায় ওই বিষয়টি উঠে আসে! এছাড়াও উত্তরবঙ্গের বৌদ্ধদের ওই শীর্ষ সংগঠনের উদ্যোগে আহুত আগামী ১২ ও ৩১ জানুয়ারি শিলিগুড়ির শালুগাড়ার কালচক্র মন্দিরে বৌদ্ধদর্শন ও বিশ্বব্যাপী এর প্রভাব শীর্ষক যে বড়োমাপের সম্মেলমেনর আয়োজনকরা হয়েছে তা সফল করতে বেশকিছু কর্মসূচিও এদিন গৃহীত হয়।

নর্থবেঙ্গল বুদ্ধিস্ট সোসাইটি জানিয়েছে, উত্তরবঙ্গে বর্তমান ১২ লক্ষ বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী বসবাস। আর্থসামাজিক দিক থেকে পিছিয়ে থাকা বৌদ্ধদের সমস্যার কথা জানাতে এই মুহূর্তে উত্তরবঙ্গ থেকে রাজ্যের সংখ্যালঘু কমিশনে কোনো প্রতিনিধি নেই। মাস চারেক আগে কমিশনের সভাপতি তথা সর্বভারতীয় তামাং অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি জয়গাঁর বৌদ্ধ ধর্মগুরু **আচার্য সাঙ্গে লোডোর** নাম অন্তর্ভুক্তির প্রস্তাব সরকারের কাছে পাঠানো হয়। অথচ এখনও এ ব্যাপারে কোনো পদক্ষেপ গৃহীত হয়নি বলে বুদ্ধিস্ট সোসাইটি কর্তারা জানিয়েছেন। বৌদ্ধদের নানা সমস্যা ও উন্নয়নের ক্ষেত্রে সরকারি স্তর থেকে সেই অর্থে কোনো তৎপরতা নেই জানিয়েও এদিনের সভায় উপস্থিত অনেকেই খেদ প্রকাশ করেছেন। ধর্মের ভিত্তিতে বর্তমানে বিভাজনের রাজনীতি শুরু হয়েছে বলেও তাঁদের অভিযোগ। তথাগত গৌতম বুদ্ধর জীবনদর্শন মেনে সর্বত্র শান্তির বাণী ছড়িয়ে দেওয়ার জন্যও এদিন শপথ নেন উত্তরবঙ্গের নানা স্থান থেকে সভায় উপস্থিত বৌদ্ধ ধর্মালম্বীরা।

নর্থবেঙ্গল বুদ্ধিস্ট সোসাইটির সম্পাদক বিজয় বড়ুয়া বলেন, 'গোটা রাজ্যের নিরিখে উত্তরবঙ্গে সবচেয়ে বেশি বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের বসবাস। তাঁদের সমস্যা তুলে ধরার জন্য রাজ্য সংখ্যালঘু কমিশন এখান থেকে **আচার্য সাঙ্গে লোডো**-কে অন্তর্ভুক্ত করার আর্জি জানিয়ে সরকারের উদ্দেশ্যে চিঠি পাঠানো হলেও এখনও তার কোনো জবাবি পত্রও মেলেনি। বৌদ্ধরা যে সবদিক থেকেই পিছিয়ে রয়েছে তা নিয়ে সংশয়ের কোনো অবকাশই নেই। সঠিক মূল্যায়ণও আমাদের হচ্ছে না। এদিনের সভায় অন্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন জয়গাঁর পাশাং শেরপা, শিলিগুড়ির সোনম লেনড্রুপ লামা, কোচবিহারের স্বপন সিংহ-র মতো শীর্ষ বৌদ্ধ কর্তারা ছাড়াও বৌদ্ধ কল্যাণ পরিষদের অন্যতম শীর্ষ পদাধিকারী তপন মুৎসুদ্দি, উত্তরবঙ্গ ভিক্ষু সংঘের সাধারণ সম্পাদক ফরা বুদ্ধশ্রী প্রমুখ।

ফেডারেশন বার্তার কর্মসমিতি

প্রধান উপদেষ্টা—ড. ব্রহ্মাণ্ড প্রতাপ বড়ুয়া, **সম্পাদক**—শ্রী আশিস বড়ুয়া, **সহ-সম্পাদক**—ড. সুমনপাল ভিক্ষু, **সদস্যবৃন্দ**—শ্রী অমূল্য রঞ্জন বড়ুয়া, শ্রী আশীষ বড়ুয়া, শ্রীমতি রীতা বড়ুয়া, শ্রী শুভাশীষ বড়ুয়া, **প্রকাশক**—ড. সুজিত কুমার বড়ুয়া, **সাধারণ সম্পাদক**—নিখিল ভারত বাঙালি বৌদ্ধ সংগঠন।

গ্রন্থ সমালোচনা

গ্রন্থ : প্রজ্ঞা-ভাবনা
গ্রন্থাকার : বিনয়াচার্য বংশদীপ
পুনমুদ্রক ও সম্পাদক : রণজিৎকুমার বড়ুয়া
প্রকাশকাল : কঠীন চীবর দান ২০১৮ (২য় সংস্করণ)
পৃষ্ঠা : ১১২

নালন্দা বিদ্যাভবনের প্রাক্তন উপাধ্যায়, প্রয়াত মনীষী বিনায়চার্য শ্রীমৎ বংশদীপ মহাস্থবির রচিত বাংলা ভাষার একটি ক্ষুদ্র গ্রন্থ হল 'প্রজ্ঞা ভাবনা' (পালি-পঞ্ঞা ভাবনা)। গ্রন্থটির আকার ক্ষুদ্র হলেও এর তাৎপর্য অনস্বীকার্য।

খ্রিস্টীয় পঞ্চম শতকের ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠ স্থবিরবাদী অট্ঠকথাকার আচার্য বুদ্ধ ঘোষ কৃত সুপ্রসিদ্ধ 'বিসুদ্ধিমগ্গ' নামক মহাগ্রন্থের তৃতীয় অংশ পঞ্ঞা নির্দ্দেশের সার এই ক্ষুদ্র গ্রন্থটি। 'বিসুদ্ধিমগ্গ' গ্রন্থটি ত্রিপিটক বহির্ভূত পালি সাহিত্য হলেও গ্রন্থটির গুরুত্ব ত্রিপিটক অপেক্ষা কোনো অংশে কম নয়।

'চূলবংস' অনুসারে, বুদ্ধঘোষ মগধের অন্তর্গত উরুবিল্বের বোধিবৃক্ষের নিকটবর্তী এক ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি অল্পবয়সে বিদ্যা, শিল্প ও ত্রিবেদে পারদর্শিতা অর্জন করে বৌদ্ধ ভিক্ষুদের সঙ্গে তর্কে লিপ্ত হন। একদিন বৌদ্ধ ভিক্ষু রেবতের নিকট তর্কে পরাস্ত হয়ে বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত হন এবং অল্পদিনের মধ্যে ত্রিপিটক অধ্যায়ন করে বৌদ্ধধর্মে পাণ্ডিত্য অর্জন করেন। কথিত আছে এর পর গুরু রেবতের পরামর্শে সিংহলরাজ মহানামের রাজত্বকালে সিংহল যান। সেখানে তিনি রাজা মহানামের আজ্ঞানুসারে স্থবির সংঘপালের তত্ত্বাবধানে মহাবিহারে সিংহলী অট্ঠকথা অধ্যায়ন করেন। গুরু সংঘপালের অনুরোধে ঐ সকল সিংহলী অট্ঠকথা পালি ভাষায় অনুবাদ করতে চাইলে মহাবিহারে অবস্থানরত ভিক্ষুগণ বুদ্ধঘোষের শিক্ষাগত যোগ্যতা কে পরীক্ষা করার জন্য দুইটি গাথা দিয়ে তার উপর একটি ব্যাখ্যা পুস্তক রচনা করতে বলেন। আচার্য বুদ্ধঘোষ গাথা দুটির উপর ভিত্তি করেই 'বিসুদ্ধিমগ্গ' (Path of Purification) নামক গ্রন্থটি রচনা করেন। উক্ত গাথাদ্বয়ের মর্মার্থ: 'শীল পালনের দ্বারা কায়বাক্ বিশুদ্ধ হয়, ভাবনা বা ধ্যানের দ্বারা চিত্তের মালিন্য দূরীভূত হয় এবং মালিন্য দূর হলে সত্যজ্ঞান লাভ করে তৃষ্ণার বিনাশ সাধন পূর্বক নির্বাণ সুখ উপলব্ধ করা যায়, এটাই বিশুদ্ধি মার্গ।' প্রকৃতপক্ষে 'বিসুদ্ধিমগ্গ' অট্ঠকথা সহ ত্রিপিটকের সংক্ষিপ্ত রূপ, বুদ্ধবচনের সারগ্রন্থ। 'বিসুদ্ধিমগ্গ' গ্রন্তটি তিনটি অংশে বিভক্ত, যথা—শীল নির্দেশ, চিত্ত ও সমাধি নির্দেশ ও প্রজ্ঞা নির্দেশ। এই তৃতীয় তথা শেষ অংশ পঞ্ঞা নির্দ্দেশের সংক্ষিপ্ত সংস্করণ হল শ্রীমৎ বংশদীপ মহাস্থবির রচিত 'প্রজ্ঞা-ভাবনা' গ্রন্থটি।

প্রজ্ঞা-ভাবনার প্রধান আলোচ্য বিষয় সপ্তবিশুদ্ধি ও দশবিধ বিদর্শন জ্ঞান। বস্তুত, প্রজ্ঞা বিদর্শন-জ্ঞানেরই নামান্তর। দশবিধ হল—শীল বিশুদ্ধি, চিত্ত বিশুদ্ধি, দৃষ্টি বিশুদ্ধি, শঙ্কা-উত্তরণ বিশুদ্ধি, মার্গামার্গ জ্ঞান দর্শন বিশুদ্ধি, প্রতিপদজ্ঞান—দর্শন বিশুদ্ধি ও জ্ঞান দর্শন বিশুদ্ধি। অপরদিকে দশবিধ বিদর্শন জ্ঞান যথা—সংমর্শন জ্ঞান, উদয়-ব্যয় ভঙ্গজ্ঞান, ভয়-জ্ঞান, আদীনব জ্ঞান, নির্বেদ জ্ঞান, মুমুক্ষাজ্ঞান, প্রতিসংখ্যা জ্ঞান, সংস্কারোপেক্ষা জ্ঞান ও অনুলোম জ্ঞান। সপ্তবিশুদ্ধির সঙ্গে দশবিদ বিদর্শন জ্ঞান যুক্ত করে গ্রন্থাকার শ্রীমৎ বিনয়াচার্য বংশদীপ আচার্য বুদ্ধঘোষের অনুকরণে প্রজ্ঞা-ভাবনা ব্যাখ্যা করেছেন। গ্রন্থাকার 'প্রজ্ঞা-ভাবনা' রচনার দ্বারা এক বিশিষ্ট বৌদ্ধ সাধন পন্থা পাঠকের সামনে তুলে ধরেছেন। যার মাধ্যমে সংস্কার ধর্মের ত্রিলক্ষণ (দুঃখ, অনিত্য, অনাত্মা) উপলব্ধি করা যেতে পারে। শ্রীমৎ বংশদীপ মহাস্থবির মহোদয় পালি ভাষায় রচিত মূল অংশের সঙ্গে সঙ্গে বঙ্গানুবাদ লিপিবদ্ধ করে গ্রন্থটির শ্রেষ্ঠত্ব তথা বাঙালি পাঠক-পাঠিকাদের পঠনের উপযোগী করে তুলেছেন। এইরূপ অসাধারণ উপস্থাপনের জন্য বাঙ্গালী পাঠকসমাজ শ্রীমৎ বংশদীপ মহাস্থবিরের কাছে চিরঋণী হয়ে রইল।

বৌদ্ধ পণ্ডিত ব্যক্তিত্ব ড. বেণীমাঠব বড়ুয়া মহাশয় 'প্রজ্ঞা-ভাবনা' গ্রন্থটির ভূমিকা লিখে (প্রথম সংস্করণ) গ্রন্থটির বৌদ্ধরস বহুলাংশে বৃদ্ধি করেছেন। দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকাকার পণ্ডিত ধর্মাধার ওয়েলফেয়ার সোসাইটির প্রাণপুরুষ, বৌদ্ধ সাহিত্যের সুপণ্ডিত ও সুলেখক ড. ব্রাহ্মণ্ড প্রতাপ বড়ুয়া মহাশয় সুনিপুণ কৌশলে ড. বেণীমাধব বড়ুয়া মহাশয়কে শ্রদ্ধা নিবেদন করে জানিয়েছেন ড. বেণীমাধব বড়ুয়ার পর দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকায় তার পুনরাবৃত্তি করা নিষ্প্রয়োজন। এক শ্রদ্ধাশীল পণ্ডিত ব্যক্তির শ্রদ্ধা অপর এক পণ্ডিতের প্রতি যা দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকাকে অন্য মাধুর্য্য এনে দিয়েছে।

প্রখ্যাত গবেষক ও বৌদ্ধ জ্ঞান অন্বেষক ড. সুজিত কুমার বড়ুয়া মহাশয় আলোচ্য গ্রন্থটির প্রসঙ্গ কথায় 'প্রজ্ঞা-ভাবনা' গ্রন্থটির গুরুত্ব আলোচনার সঙ্গে সঙ্গে বারংবার ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেছেন গ্রন্থটির পুনমুদ্রক ও সম্পাদক শ্রীরণজিৎকুমার বড়ুয়া মহাশয়কে। প্রায় বিরাশি বছরের অধিক সময়কাল পর বইটির পুনমুদ্রণের মাধ্যমে রণজিত বড়ুয়া মহাশয়া বাঙালি পাঠকদের এক অসাধারণ উপহার দিয়েছেন। সুলেখক শ্রীরণজিৎ কুমার বড়ুয়া মহাশয়ের গৃহীত এই উদ্যোগকে সাধুবাদ জানাই। **—বন্দনা শীল ভট্টাচার্য**

মহাস্থান গড়ে অনুষ্ঠিত হল মহাস্থান নাটক

বাংলাদেশে প্রায় প্রতিবছরে রচিত ও অভিনীত হয় রাজনৈতিক, সামাজিক ও ঐতিহাসিক নাটক। এবছর রচিত ও অভিনীত হল 'মহাস্থান' নাটক। এই নাটকটি ২৩শে নভেম্বর অভিনীত হল বগুড়া জেলার মহাস্থান গড়ে। নাটকের নির্দেশক লিয়াকত আলি বগুড়া থেকে বলেছেন—প্রাচীর বেষ্টিত এই নগরের ভেতর রয়েছে বিভিন্ন সময়ের নানা প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন কয়েক শতাব্দী পর্যন্ত এই স্থান পরাক্রমশালী মৌর্য, গুপ্ত, পাল ও সেন শাসকদের প্রাদেশিক রাজধানী ও পরবর্তী সময়ে হিন্দুসামন্ত রাজাদের রাজধানী ছিল। ঐতিহাসিক এই স্থান এক সময়ে ধর্মীয় তীর্থস্থানে পরিণত হয়। ধর্মের বাণী নিয়ে কেউ মানবতার কথা বলেছেন। এই কাহিনী নাটকে আনা হয়েছে। নাট্যকার সেলিম মোজাহের বলেছেন, বাংলার প্রাচীনতম রাজধানী পুন্ডনগরের 'মহাস্থানকে' কেন্দ্রে রেখে গৌতম বুদ্ধের বাংলায় আগমনের সময় থেকে ১৯৭১-এর বাংলাদেশ, এই নাট্য আখ্যানে পুরো গল্প একসঙ্গে বলার চেষ্টা করা হয়েছে। নাটকের বিভিন্ন পর্যায়ে আদিম, বৈদিক, রামায়ণ থেকে শুরু করে কালিদাস, চর্যাপদ, পঞ্চকবি, লালনের বাণী ও সুর ব্যবহার করা হয়েছে। ব্যবহৃত হয়েছে দুর্লভ ও ব্যতিক্রমী কিছু বাদ্যযন্ত্র।

তিনি আরও জানান, বিভিন্ন প্রত্নতাত্ত্বিক স্থান নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে প্রত্ননাটক করছে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি। এর আগে পাহাড়পুর বৌদ্ধবিহার এবং নরসিংদীর উয়ারিবটেশ্বর স্থাপনা নিয়ে দুইটি প্রত্ন নাটক মঞ্চস্থ করা হয়েছে। ইতিপূর্বে অন্য কোন জায়গায় এইভাবে প্রত্ন নাটক মঞ্চায়নের ইতিহাস নেই। এসব নাটকে প্রত্ন ইতিহাসকে দৃশ্যকাব্যে রূপান্তর করে শিল্প রূপ দেওয়া হয়েছে। ২৩শে নভেম্বর ২০১৮ বিকেলে 'মহাস্থান' উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন কথাসাহিত্যিক হাসান আজিজুল হক। বিশেষ অতিথি ছিলেন নাট্যজন আতাউর রহমান অধ্যাপক আব্দুর সেলিম, প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মোহাম্মদ আলতাফ হোসেন। এই নাটকে প্রায় সাড়ে তিনশো শিল্পী ও কলাকুশলী অংশগ্রহণ করেন।

নিখিল ভারত বাঙালী বৌদ্ধ সংগঠনের পক্ষ থেকে আন্তরিক আবেদন আমাদের প্রকাশনা ফাণ্ডে অনুদান দিয়ে সাহায্য করুন।

বিদর্শন ভাবনা শিবির

আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন বিদর্শন আচার্য সত্যানারায়ণ গোয়েঙ্কাজির অনুমোদিন সোদপুরের 'ধর্মগঙ্গায়' আগামী তিনমাসের দীর্ঘ এবং স্বল্প মেয়াদি ধ্যান শিবিরে সময় সারণী নিম্নরূপ—

দশদিনের ধ্যান শিবির—

৬-১৭ ফেব্রুয়ারি, ২০১৯
২০শে ফ্রেব্রুয়ারি ৩রা মার্চ, ২০১৯
৬-১৭ই মার্চ, ২০১৯
২০শে জুন—১লা জুলাই ২০১৯

সতি পাঠ্ঠান—

২২-৩০শে মার্চ—২০১৯

তিনদিনের ধ্যান শিবির—

১৯-২২শে মার্চ, ২০১৯

দুই দিনের ধ্যান শিবির—

২৬-২৮শে জুলাই, ২০১৯
এক দিনের ধ্যান শিবির—
৩রা ফেব্রুয়ারী, ২০১৯
১৭ই ফেব্রুয়ারী, ২০১৯
৩রা মার্চ, ২০১৯

'সাধক' নামক তথ্যচিত্রের মাধ্যমে প্রদর্শিত হল বৌদ্ধ শাস্ত্রবিদ সুনীতিকুমার পাঠকের কর্মময় জীবন

কলকাতা ২৮ নভেম্বর ২০১৮, এশিয়াটিক সোসাইটির বিদ্যাসাগর সভাগৃহে তথ্যচিত্রের মাধ্যমে প্রদর্শিত হল বৌদ্ধশাস্ত্রবিদ্ ও বিশ্বভারতীর তিব্বতী ভাষার অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক সুনীতিকুমার পাঠকের জীবন পরিক্রমা। এই তথ্যচিত্রের নাম দেওয়া হয়েছে 'সাধক'। এইটির পরিচালক ছিলেন মধুশ্রী চৌধুরী এবং পরিবেশনায় ছিল 'অন্তদীপ'।

এই অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেছিলেন এশিয়াটিক সোসাইটির সভাপতি অধ্যাপক ঈশা মহম্মদ। বক্তা ছিলেন বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের প্রাক্তন সভাপতি বারিবরণ ঘোষ, অধ্যাপক সোমেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, আই.সি.সি.-এর আঞ্চলিক অধিকর্তা গৌতম দে, মহাবোধির সোসাইটির সাধারণ সম্পাদক পি. শিবলী থেরো, বৌদ্ধ ধর্মাংকুর বিহারের সভাপতি হেমেন্দ বিকাশ চৌধুরী এবং তথ্যচিত্র পরিচালিকা মধুশ্রী চৌধুরী। বক্তারা প্রত্যেকেই সুনীতিবাবুর বৌদ্ধজ্ঞানের বিভিন্ন দিক নিয়ে বক্তব্য রাখেন।

বুদ্ধগয়া সফরে দলাই লামা

গয়া ১৬ ডিসেম্বর , ২০১৮, বুদ্ধগয়া সফরে এলেন তিব্বতী ধর্মগুরু দলাই লামা। কড়া নিরাপত্তার মধ্যে তাঁকে বিমানবন্দর থেকে তিব্বতী বৌদ্ধ মঠে নিয়ে আসা হয়। জেলাশাসক ও বুদ্ধগয়া টেম্পল ম্যানেজমেন্ট কমিটির চেয়ারম্যান অভিশেখ কুমার সিং জানান 'দলাই লামা ২৩দিন বুদ্ধগয়ায় থাকবেন।' ১৭ই ডিসেম্বর সোমবার ভোরে তিনি মহাবোধি মন্দিরে ধ্যান করেন। দলাই লামাকে সামনে থেকে দেখতে রাস্তার দুই ধারে মানুষের ভিড় উপচে পড়েছিল। বিমানবন্দরে তাঁকে অভ্যর্থনা জানাতে মগধের ডিভিশনাল কমিশনার, ডেপুটি ইন্সপেক্টর জেনারেল বিনয় কুমারও উপস্থিত ছিলেন।

পাত্র চাই/পাত্রী চাই

১। পাত্রী : গড়িয়া নিবাসী, সরকারি কলেজের Office Administration, কর্মরতা। বয়স- ২৬, শিক্ষা : B.Tech; উচ্চতা- ′ – ″।

২। **পাত্রী :** গড়িয়া নিবাসী, এম.এ. বি.ই.ডি. সরকারী, প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষিকা, উচ্চতা- , যোগাযোগ : 9836548282।

৩। **পাত্রী :** হাওড়া নিবাসী, মাধ্যমিক, উচ্চতা- , সঙ্গীতে পারদর্শী। যোগাযোগ : 8420340686।

৪। **পাত্রী :** সুকান্ত পল্লী নিবাসী, বি.এ., বয়স-৩১, উচ্চতা- ইঞ্চি। রং ফর্সা, যোগাযোগ : 9433806800, 8981682114।

৫। **পাত্র :** হাওড়া নিবাসী, Construction ব্যবসা, উচ্চ-মাধ্যমিক, বয়স-৩৫, উচ্চতা- ইঞ্চি, যোগাযোগ : 9051479751।

৬। **পাত্রী :** বয়স ২২, উচ্চতা- , যোগ্যতা, বি.কম., দুর্গাপুর নিবাসী। যোগাযোগ : 9800678720।

৭। **পাত্রী :** গড়িয়া নিবাসী, MBBS ডাক্তার, বয়স-২৪, উচ্চতা- ফর্সা। যোগাযোগ : 9433797013 (সকল ৮-১১টার মধ্যে)।

৮। **পাত্র :** BA পাশ। বেলুড় (হাওড়া) নিবাসী। উচ্চতা- , পেশা : ব্যবসা, যোগাযোগ : 9674749102, 8420340586।

৯। **পাত্রী :** বিবেকনগর (শ্যামনগর) নিবাসী, সুশ্রী, বয়স-২১, বি.এ. (জেনারেল) পাশ। সুপাত্র চাই। যোগাযোগ : 8336904334।

১০। **পাত্র :** বেলঘরিয়া নিবাসী, B.Tech. সরকারী ব্যাঙ্কের অফিসার, বয়স-২৮, উচ্চতা- , যোগাযোগ : 9674600827।

১১। **পাত্রী :** মহেশতলা-নিবাসী, উচ্চতা- , বয়স-২৪। MSc এবং IISER-Bhopal-এ গবেষণারত, যোগাযোগ : 8240369272 / 033-24909742।

১২। **পাত্রী :** সোদপুর নিবাসী, B.Tech (IT), বেসরকারী সংস্থায় কর্মরত। বয়স-২৭, উচ্চতা- , যোগাযোগ : 8420629663।

১৩। **পাত্রী :** টালিগঞ্জ নিবাসী, B.A. পাঠরতা। বয়স-২৩। যোগাযোগ : 9831598071 / 8272917387।

১৪। **পাত্র :** নিবাস ময়নাগড় (New Park), কলিকাতা-১৪১, বয়স-৩০, সুশ্রী, উচ্চতা- , M.Com., সরকারী চাকুরী। যোগাযোগ : 7890991230

১৫। **পাত্রী :** চাকদা-নদিয়া নিবাসী রেলওয়েতে ড্রাইভার, বয়স ২৭+ উচ্চতা- । যোগাযোগ : 9432437856

১৬। **পাত্রী :** কৃষ্ণনগর, নদীয়া নিবাসী, অধ্যাপক, সরকারী, পলিটেকনিক কলেজে, বয়স-৩৫, উচ্চতা- । যোগাযোগ : ফেডারেশনের অফিস।

১৭। **পাত্রী :** বেহালা নিবাসী, M.Com., পাশ, বয়স-৩২ বৎসর, পাঞ্জাব ন্যাশানাল ব্যাঙ্কের অফিসার। উচ্চতা- । যোগাযোগ : 7278430657

১৮। **পাত্র :** বয়স-৩৪, উচ্চতা- , রাজ্য পুলিশে কর্মরত, উচ্চমাধ্যমিক পাশ। নিবাস : দত্তপুপকুর, ২৪ পরগণা (উত্তর), যোগাযোগ : 9748255015

১৯। **পাত্রী :** পশ্চিম মেদিনীপুর নিবাসী। শিক্ষা : B.E. (Civil Engineering, BESU) শিবপুর, অ্যাসিস্টেন্ট প্রফেসার, পিতা কেন্দ্রীয় সরকারী কর্মচারী। যোগাযোগ : 9933928408

২০। **পাত্র :** গড়িয়া নিবাসী, MBA পাশ। কলকাতায় বেরসকারি সংস্থার Asst. Manager বয়স-৩৫, উচ্চতা- , যোগাযোগ : 8334870803

২১। **পাত্রী :** বয়স ২৯, উচ্চতা , শিক্ষা-M.Com.; Dip. in Buddhist Studies (Tokyo Japan), বর্তমানে Bangalore-এ MNC-তে কর্মরত। যোগাযোগ : 9231439779।

২২। **পাত্র :** বয়স-৩২, উচ্চতা- , শিক্ষা- B.Tech (JNTU, Hyderabad), বর্তমানে আমেরিকায় MBA পাঠরত। যোগাযোগ : 9000666084 / 9163934609।

প্রয়াত প্রবীনতম ঃ মারা গেলেন বিশ্বের প্রবীনতম মানুষ। ১১৩ বছর বয়সে বিগত ২০শে জানুয়ারী জাপানের আশারোর বাসিন্দা মাসাজো নোনাকার। নিজের বাড়িতে ঘুমের মধ্যেই মারা যান তিনি। ২০১৮ সালের এপ্রিল 'গিনেস বুক অব ওয়াল্ড রেকর্ডস' এ নাম উঠেছিল মাসাজোর। তাঁর নাতনি সংবাদ মাধ্যমেক জানিয়েছেন, তেমন কোন শারিরিক অসুস্থতা ছিল না এই প্রবীন মানুষটির।

সুদূর নেদারল্যান্ড থেকে আনায়ন করা হল শিল্পী অসিতকুমার হালদারের দুর্লভ চিত্র সম্ভার

প্রখ্যাত শিল্পী অসিত কুমার হালদার (১৮৯০-১৯৬৪) পারিবারিক সম্পর্কে ছিলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নাতি। তিনি তাঁর মেয়ে অতসীকে বিবাহ দেন চট্টগ্রামের কৃতিসন্তান ব্যারিস্টার ড: অরবিন্দ বড়ুয়ার সঙ্গে।

অসিত হালদার ১৯০৯ থেকে ১৯১১ সাল পযন্ত অজন্তার গুহাচিত্রের অনুলিপি করেন শিল্পী নন্দলাল বসুর সঙ্গে। এবং শান্তিনিকেতনের কলাভবনের গোড়াপত্তনও করেন প্রথম অধ্যক্ষরূপে। শুধু তাই নয় তিনি ছিলেন নব্য বঙ্গীয় শিল্প আন্দোলনের অন্যতম পুরোধা তাঁর অঙ্কিত বুদ্ধের জীবনালেখ্য সহ ৩২ খানা ছবি নেদারল্যান্ডে অবস্থানরত তাঁর পুত্র অসিত হালদারের কাছে ছিল।

শান্তিনিকেতনের কলাভবনে শত বর্ষের প্রাকক্কালে কলাভবন কর্তৃপক্ষ ওই দুর্মূল্য ছবিগুলি কলাভবনে আনবার জন্য বিদেশমন্ত্রী সুষমা স্বরাজকে আবেদন করলে তিনি তৎপর হয়ে ঐ ছবিগুলি শান্তিনিকেতনে আনবার ব্যবস্থা করেন। তাঁর নির্দেশে নেদারল্যান্ডের ভারতীয় দুতাবাসের আধিকারিকেরা সেই দেশের সরকারের সঙ্গে যোগাযোগ করেন এবং গত ২৬শে জুলাই বিদেশ মন্ত্রকের মাধ্যমে এই শিল্পকৃতিগুলি এদেশে আনয়ান করা হয়।

কলাভবনের প্রাক্তন কিউরেটার সুশোভন অধীকারী বলেন—ভারতীয় নব্যবঙ্গীয় শিল্প আন্দোলনের অন্যতম পুরোধা অসিত হালদারের ছবিগুলি গবেষণার বিষয় হয়ে উঠবে। কলাভবনের বর্তমান অধ্যক্ষ গৌতম দাস বলেন—কলাভবন প্রথম অধ্যক্ষ অসিত হালদারের ছগুিলি পেয়ে আমরা গর্বিত। আমাদের শতবর্ষের প্রদর্শনিতে এই দুর্লভ ছবিগুলি থাকবে।

আমাদের আবেদন

(ক) বুদ্ধ পূর্ণিমাকে N. I. Act-এর আওতাভুক্ত(জাতীয় ছুটি হিসাবে কেন্দ্রীয় সরকার ঘোষণা ক(ক।

(খ) পশ্চিমবঙ্গে উৎখনিত বৌদ্ধ প্রত্নতাত্ত্বিক স্থান সমূহের উৎখনন কার্য পরিচালনা এবং র(ণাবে(ণের দায়িত্ব দেওয়া হউক "Archaeological Survey of India"কে।

(গ) সরকারকৃত জনগণনায় পশ্চিমবঙ্গে বৌদ্ধ জনগণের সঠিক পরিসংখ্যান প্রতিফলিত হয়নি। আমাদের আবেদন আগামী জনগণনায়, বাঙালী বৌদ্ধদের সঠিক ধর্মীয় পরিচয় ও 'মঘ' উপজাতি পরিচয় নথিবদ্ধ করা হউক।

(ঘ) বিহার সরকারের "Buddha Gaya Temple Management Act"—1949 অবিলম্বে পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করা হউক এবং মহাবোধি মহাবিহার বিহারের পরিচালনাভার বৌদ্ধদের উপর ন্যস্ত হউক, এবং Management Committe-র Chairman বৌদ্ধদের মধ্যে হতে নির্বাচিত করা হউক।

(ঙ) পশ্চিমবঙ্গে বাংলাভাষী বৌদ্ধ জনজাতিদের শংসাপত্র প্রদানে সরকারি কর্মী দ্বারা অযথা হয়রানি বন্ধ হউক এবং শংসাপত্র প্রদান প্রত্রি(য়া ত্বরান্বিত করা হউক।

(চ) ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের জন্য কল্যাণমূলক সরকারি উদ্যোগে বৌদ্ধদের প্রয়োজনীয় বিষয়গুলি/সমস্যাগুলি গু(ত্বসহকারে গ্রহণ করা হউক।

বৌদ্ধভিক্ষুর মূর্তি ফিরে পেতে আদালতে চিনারা

একজন বৌদ্ধভিক্ষুর হাজার বছরের পুরনো একটি মূর্তি ফিরে পেতে নেদারল্যান্ডসের একটি আদালতের শরণাপন্ন হয়েছে চিনের একদল গ্রামবাসী। মূর্তিটিকে নিজেদের আধ্যাত্মিক নেতা দাবি করে এর মালিকানা চাইছে তারা।

চিনের পূর্বাঞ্চলীয় ছোট্ট গ্রামটির নাম ইয়াংচু। সেখানকার বাসিন্দাদের অভিযোগ, ডাচ সংগ্রাহক অস্কার ভ্যান অভরিম চুরি হয়ে যাওয়া মূর্তিটি কিনেছেন। ১৯৯৬ সালে হংকং থেকে তিনি এর মমিকৃত অবশিষ্টাংশ সংগ্রহ করেন। আমস্টারডাম ডিস্ট্রিক্ট কোর্টে গ্রামের মুখপাত্র লিন ওয়েন কিং বলেন, 'আমরা এই মূর্তিটির সঙ্গেই বড় হয়েছি। দিনরাত তিনি এখানে ছিলেন। তিনি আমাদের আধ্যাত্মিক নেতা।'

তিনি বলেন, আমাদের জন্য তাকে ফিরে পাওয়াটা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।' এই শুনানিতে অংশ নিতে চিন থেকে নেদারল্যান্ডসে আসা ৬ গ্রামবাসীর একজন এই লিন ওয়েন কিং। আদালতের কাছে গ্রামবাসীদের আবেদন, মনুষ্য আকৃতির বৌদ্ধ মূর্তিটি যেন তাদের মন্দিরে ফেরত দেওয়া হয়, যেখান থেকে ১৯৯৫ সালে এটি চুরি হয়েছিল। এর আগে শত শত বছর ধরে এর পূজা করে আসছিলেন তারা। চুরি যাওয়ার দুই দশক পর ২৯১৫ সালে গ্রামবাসী দাবি করেন, বুদাপেস্টের ন্যাশনাল হিস্ট্রি মিউজিয়ামের মমি ওয়ার্ল্ড এগজিবিশনে প্রদর্শন করা ওই মূর্তিটি আসলে তাদের মন্দিরের বুদ্ধমূর্তি ঝাংগং প্যাট্রিয়াকে।

স্ক্যান করলে মূর্তিটির ভেতরে একটি কঙ্কাল দৃশ্যমান হয়। এতে প্রতীয়মান হয় যে, চিনের ওই ভিক্ষু প্রায় হাজার বছর আগের সং রাজবংশের সময়কালের একজন সন্ন্যাসী ছিলেন। এক পর্যায়ে বুদাপেস্টের ওই প্রদর্শনী থেকে মূর্তিটি সরিয়ে ফেলা হয়। এই মামলাটি খুব নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করা হচ্ছে. কেননা এই ইস্যুতে প্রথমবারের মতো আদালতে সফলতা পেতে পারে বেজিং। গ্রামবাসী বলছেন, তারা এ ব্যাপারে নিশ্চিত যে, ওই মূর্তিটিই তাদের হারিয়ে যাওয়া আইডল। তাদের আইনজীবী জ্যান হলথুইস বিচারককে বলেন, 'গ্রামবাসীর সঙ্গে ওই মূর্তির একটি বিশেষ বন্ধন রয়েছে।'

ডাচ সংগ্রাহক অস্কার ভ্যান অভরিম নিজের অবস্থানের পুনরাবৃত্তি করে আদালতকে জানান, মূর্তিটি তার ছিল না। ২০১৫ সালে একজন চিনা সংগ্রাহকের কাছ থেকে বিনিময়ের মাধ্যমে তিনি এটি সংগ্রহ করেছেন। ভ্যান অভরিম আদালতকে বলেন, আমি মূর্তিটি বিনিময় বা অদলবদল করেছি। আমি এটা শুনে খুশি হয়েছি যে, এটি চিনে ফিরে যাবে। তবে ঠিক কোন সংগ্রাহকের কাছ থেকে এটি তিনি সংগ্রহ করেছেন সেটি তার মনে পড়ছে না।

তিনি বলছেন, আমি একজন স্থপতি এবং একজন শৌখিন সংগ্রাহক। কিন্তু আমি কোনও ডিলার নই। মূর্তিটি কোথায় ছিল, সেটি আমার জানা নেই। স্বতর এই মামলার রায় দেবে আদালত।

চিনের 'দলাই লামা' মানবে না আমেরিকা

ওয়াশিংটন ৬ ডিসেম্বর, চিন যদি দলাই লামার আসনে নিজেদের লোক বসাতে যায়, তারা মেনে নেবে না—তা স্পষ্ট করে জানাল আমেরিকা। তাদের দাবি, ধর্মীয় প্রথা মেনে যে ভাবে এতকাল দালাই লামা নির্ধারণ হয়েছে, সেভাবেই হবে।

বর্তমান ১৪-তম দলাই লামা ভারতে নির্বাসনে রয়েছেন। তাঁর বিরুদ্ধে চিনের অভিযোগ, তিনি বিচ্ছিন্নতাবাদী। যদিও দলাই লামার বক্তব্য, তিনি তিব্বতের স্বায়ত্তশাসন এবং ধর্মীয় স্বাধীনতা চান শুধু। চিন তাদের দলাই লামা ঠিক করে রেখেছে। বর্তমান দলাই লামাও তাঁর উত্তরসুরী ঠিক করে রেখেছেন। সম্প্রতি পরবর্তী দলাই লামা কে হবে, তা নিয়ে চাপ বাড়িয়েছে চিন। তিব্বতের বৌদ্ধ প্রথা অনুযায়ী, দলাই লামা মারা যাওয়ার আগে ঠিক করে যাবেন উত্তরসুরী কে হবে। কিন্তু চিনের দাবি, দলাই লামা নির্ধারনের অধিকার তাদের আছে।

সংবাদ একনজরে

 অযোধ্যার জমিতে বুদ্ধের মূর্তি বসানোর আবেদন ঃ অযোধ্যায় অবিলম্বে রামমন্দির নির্মাণের দাবিতে বিজেপি ও আর.এস.এস নেতারা সবর হয়েছেন। আর.এস.এস. তথা বিজেপির ঘনিষ্ঠ সাধুসন্তরা একই দাবিতে সম্প্রতি সমাবেশ করেছেন দিল্লিতে। এই পরিস্থিতিতে অযোধ্যায় বিতর্কিত জমিতে গৌতম বুদ্ধের মূর্তি বসানোর পক্ষে সওয়াল করলেন বিজেপি সাংসদ সাবিত্রী ফুলে।

অযোধায় বিতর্কত জমিতে খনন কার্য চালিয়ে ইতিমধ্যে গৌতম বুদ্ধের স্মৃতিসংবলিত কিছু সামগ্রী পাওয়া গিয়েছে। পাওয়া গিয়েছে বৌদ্ধমন্দিরের অস্তিত্ব থাকার প্রমাণও। খননকার্য চালানো হয়েছে লক্ষ্ণৌ হাইকোর্টের নির্দেশ মতনই। বিজেপি সাংসদ সাবিত্রী ফুলে এই প্রসঙ্গটি উল্লেখ করে বলেছেন, এজন্য অযোধ্যায় ওই বিতর্কিত জমির ওপর অবশ্যই গৌতম বুদ্ধের একটি মূর্তিস্থাপন করা উচিত। কেননা ভারত ও গৌতমবুদ্ধ সমার্থক। অযোধ্যাও গৌতম বুদ্ধের পূর্ণস্মৃতি সংবলিত একটি স্থান। সেখানে অতীতে বৌদ্ধমঠের অস্তিত্ব ছিল। ইতিমধ্যে বিশিষ্ট ঐতিহাসিকদের মধ্যে অনেকেই জানিয়েছেন, এক সময় ভারতে বহু বৌদ্ধ মন্দির ভেঙে দিয়ে সে স্থলে হিন্দু মন্দির করা হয়। এব্যাপারে সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে সাংসদ সাবিত্রী ফুলে বলেছেন, ভারত ধর্মনিরপেক্ষ দেশ। ভারতে সর্বধর্মের মানুষের সমানাধিকার রয়েছে। এই অধিকার ভারতের সংবধিান স্বীকৃত অধিকার।

 ধ্যানের সময় চিতাবাঘের পেটে বৌদ্ধসন্ন্যাসী ঃ নাগপুর ১৩ ডিসেম্বর। গাছের নীচে বসে ধ্যান করার সময় চিতাবাঘের আক্রমণে রক্তাক্ত হয়ে মৃত্যু হল বৌদ্ধসন্ন্যাসীর। ৩৫ বছরের এই বৌদ্ধসন্ন্যাসী মহারাষ্ট্রের চন্দ্রপুরা জেলার রামডেগী অরণ্যের বৌদ্ধমঠে থাকতেন। তাঁর নাম রাহুল ওয়াল। সেখানকার বনদপ্তরের অফিসারেরা বলেছেন, তিনি খাবারদাবার নিয়ে গভীর অরণ্যে গিয়ে গাছের তলায় বসে ধ্যান করতেন ঘণ্টার পর ঘণ্টা। অফিসারেরা আগেই তাঁকে বলেছিলেন ওই বনাঞ্চলে অনেকগুলি চিতাবাঘ আছে। কিন্তু তিনি তাদের বারণ শোনেননি। চিতাবাঘের ভয়ে এখানকার নামকরা বৌদ্ধমঠের চারপাশে সৌরবিদ্যুতের তার দিয়ে ঘিরে রাখা হয়েছে। কিন্তু বুদ্ধের শরণ নিয়ে ধ্যান করতে গিয়ে তিনি যে চিতাবাঘের খাদ্য হয়ে যাবে তা কেউ কখনও ভাবেননি। রাতে নয়, সকাল সাড়ে ৯টার থেকে ১০টার সময় এই ঘটনা ঘটেছে। এই ঘটনার পর বনপুলিশ পুরো এলাকা ঘিরে তল্লাসি চালিয়ে ওই বৌদ্ধ সন্ন্যাসীর আধ খাওয়া দেহ উদ্ধার করেছে।

প্রাচীন কালে এমনভাবেই গাছের নীচে বসে ধ্যান করার সময় কত সন্ন্যাসীর দেহ বাঘের পেটে গিয়েছে, তার হিসাব কে রাখত। এখন মিডিয়ার দৌলতে তবু মানুষ জানতে পারছে।

 ভবিষ্যতে কোন মহিলা দলাই লামা হতে পারেন—দলাই লামা

মুম্বাই ১৪ ডিসেম্বর ২০১৮, বৌদ্ধধর্মে উদারতার ঐতিহ্য বর্তমান, লিঙ্গ বৈষম্য নয়। সেখানে পুরুষ ও নারীর সমানাধিকারের প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে বলে মন্তব্য করে তিব্বতী ধর্মগুরু দলাই লামা বলেন—ভবিষ্যতে এখানে কোনও 'মহিলা দলাই লামা' হতে পারেন। ইন্ডিয়ান ইন্সটিটিউট অফ টেকনোলজিতে বক্তব্য রাখতে গিয়ে তিনি এই মন্তব্য করেন। তিব্বতের স্বাধীনতা ও একাধিক গুরুত্বপূর্ণ ইস্যু নিয়ে দুনিয়াব্যাপী প্রচার চালানোর জন্য ১৯৮৯ সালে তাঁকে নোবেল শান্তি পুরস্কারে সম্মানিত করা হয়েছিল। ভবিষ্যতে এখানে কোন মহিলা দলাই লামা থাকতে পারেন কিনা তা নিয়ে জিজ্ঞাসা করা হলে, তিনি বলেন বুদ্ধ নারী ও পুরুষকে সমানাধিকার দিয়েছেন। তিব্বতি ও ভারতীয় বৌদ্ধদের শীর্ষতম পুরোহিত একজন মহিলাও হতে পারেন। দলাইলামা বলেন—'পনেরো বছর আগে এক ফরাসি ম্যাগাজিনের সম্পাদিকা তাঁকে সাক্ষাৎকার নিতে এসেছিলেন। তিনি জানতে চেয়েছিলেন, কোনও মহিলা কি দলাই লামা হতে পারেন? তাঁকে বলেছিলাম হ্যাঁ, ভবিষ্যতে কোনও মহিলা দলাই লামা হতে পারেন।' তিনি বলেন কিন্ডারগাডেন স্তর থেকে শিক্ষাকে মনের মধ্যে গ্রহণ করতে হবে। শারীরিক সুস্থতা বজায় রাখতে হবে। পাশাপাশি সুস্থ মানসিকতাও গুরুত্বপূর্ণ। ভারতীয় সভ্যতা ৩০০০ বছরের পুরোনো। সেখানে মানসিক শান্তি বজায় রাখার কৌশল রয়েছে। শান্তির সঙ্গে আনন্দের গভীর সম্পর্ক রয়েছে। বিংশ শতাব্দীতে হিংসার পরিবেশ ছিল। একবিংশ শতাব্দীতে যার পুনরাবৃত্তি হবে না। মনের গভীরে শান্তি না থাকলে, আসল শান্তি পাওয়া যায় না।

 বৌদ্ধ মন্দিরে হামলা, হত দুই সন্ন্যাসী ঃ বৌদ্ধমন্দিরে হামলাচালাল এক দল জঙ্গি। শনিবার তাইল্যান্ডের দক্ষিণে নারাথিওয়াট প্রদেশের ঘটনা। জঙ্গিদের গুলিতে নিহত হয়েছেন দুই বৌদ্ধ সন্ন্যাসী। গুরুতর জখম আরও দুই সন্ন্যাসী।

পুলিশের এক কর্তা জানান, মন্দিরটির পিছনে একটি জলের ধারা গিয়েছে। সন্ধে সাড়া সাতটা নাগাদ ওই পথে মন্দিরের পিছনের দরজা দিয়ে কালো পোশাক পরে ঢুকেছিল বন্দুকবাজেরা। ঠিক কত জন, সেই সংখ্যাটা এখনও অজানা। মন্দিরে বেপরোয়া গুলি চালাতে থাকে তারা।

তাইল্যান্ডে মালয়-মুসলিম ও সংখ্যাগরিষ্ঠ বৌদ্ধদের মধ্যে সংঘর্ষ দীর্ঘদিনের। গত বছর তাইল্যান্ডের জুন্টা সরকার নিরাপত্তা ব্যবস্থা আরও আঁটোসাঁটো করায় জঙ্গি হামলার ঘটনা বেশ কমেছিল। কিন্তু সম্প্রতি তা বাড়ছে। স্কুল, ধর্মস্থানগুলোয় ফের হামলা শুরু হয়েছে।

সকালে সন্ন্যাসীদের ভিক্ষার রীতি আপাতত বন্ধ রাখতে বলা হয়েছে সরকারের তরফে। তাইল্যান্ডের দক্ষিণে তিনটি প্রদেশে এই বার্তা দেওয়া হয়েছে। ওই অঞ্চলে সেনাবাহিনীকে আরও সতর্ক থাকতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। জুন্টা নেতা তথা প্রধানমন্ত্রী প্রয়ুত চান-ও-চা ঘটনার নিন্দা করে জানিয়েছেন, দ্রুত অপরাধীদের চিহ্নিত করে শাস্তি দেওয়া হবে। ২০০৪ সাল থেকে এখনও পর্যন্ত ২৩ জন বৌদ্ধ সন্ন্যাসী জঙ্গি-হামলায় নিহত হলেন।

প্রয়াত ডাঃ সুমন সেবক বড়ুয়ার স্মৃতিতে
ফেডারেশন বার্তার
এই সংখ্যার সম্পূর্ণ ব্যয়ভার বহন করেছেন—
তদ্বীয় পত্নী ঃ **শ্রীমতী অঞ্জলি বড়ুয়া**
পুত্রদ্বয় ঃ **শ্রী সৌমাভ বড়ুয়া ও**
শ্রী সপ্তর্ষি বড়ুয়া
সল্টলেক, সেক্টর-২ কোলকাতা-৯১

শুভেচ্ছা দান ঃ ২ টাকা

সম্পাদক ঃ শ্রী আশিস বড়ুয়া এবং নিখিল ভারত বাঙালী বৌদ্ধ সংগঠনের পক্ষে ড. সুজিত কুমার বড়ুয়া কর্তৃক ৫০টি/১এ, পণ্ডিত ধর্মাধার সরণী হইতে প্রকাশিত ও নিউ গীতা প্রিন্টার্স, কোলকাতা ৭০০ ০০৯ হইতে মুদ্রিত